রাজি হলে মিলবে ৫২০ কোটি

কর্তৃত্ব হারানোর ভয় রাজ্যের, তাই শিবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মানোন্নয়ন অনিশ্চিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: আগামী দিনে পরিচালন ব্যবস্থা ও ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে কর্তৃত্ব হারানোর ভয়। তাই নির্দিষ্ট সময় সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পরেও কেন্দ্রের 'অফার' গ্রহণের ব্যাপারে রাজ্য সরকার দ্বিধাগ্রস্ত। এজন্য শিবপুরের বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটির (সাবেক বি ই কলেজ) মানোন্নয়নের বিষয়টি ঝুলেই রয়েছে। দেড়শো বছরের পুরানো এই প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র তাদের টাকায় আই আই টি-র থেকেও উন্নত ও আন্তর্জাতিক মানের এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করার জন্য তৈরি। এম আনন্দকৃষ্ণন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক দেশের পাঁচটি অগ্রণী ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (আই আই ই এস টি) নাম দিয়ে 'আপগ্রেড' করতে চায়। এজন্য একাদশ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০০৭-'১২) শিবপুর-সহ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে প্রায় ৫২০ কোটি টাকা দেওয়া হবে। পাঁচটির জন্য সরকারের মোট বরাদ্দ ২ হাজার ৪০৭ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা। রাজ্যের পক্ষে আরও গর্বের বিষয় হল, যে পাঁচটি প্রতিষ্ঠানকে আই আই ই এস টি মর্যাদা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে সেগুলির মধ্যে শিবপুরকে রাখা হয়েছে এক নম্বরে। কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্র মহল কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। অধিকাংশ প্রাক্তনীও কেন্দ্রের সিদ্ধান্তে উচ্ছ্বসিত। এমন অবস্থায় রাজ্য প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে গড়িমসি করায় সংশ্লিষ্ট মহল উদ্বিগ্ন। প্রস্তাব মতো উন্নীত প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যবস্থা এবং ছাত্র ভর্তি পদ্ধতি সম্পর্কে কেন্দ্র কিছু শর্ত রেখেছে। শর্তগুলি নিয়ে রাজ্য কী ভাবছে কেন্দ্রকে তা সেপ্টেম্বরের মধ্যে জানানোর কথা ছিল। শুক্রবার উচ্চশিক্ষামন্ত্রী সুদর্শন রায়চৌধুরি বলেছেন, 'কেন্দ্রের প্রস্তাব আমরা এখনও গ্রহণ বা বর্জন কোনওটাই করিনি। বিষয়টি আলোচনা স্তরেই আছে। মতামত কত দিনের মধ্যে দিতে পারব তাও বলতে পারছি না।' কেন্দ্রের এই উদ্যোগে শিবপুরের বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা 'অন্য রকম হবে', কিন্তু মানোন্নয়ন ঘটবে কি না সে ব্যাপারে সুদর্শনবাবু নিশ্চিত নন। ১ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে যে বৈঠকে এই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সেই বৈঠকে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে ছিলেন রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের প্রধান সচিব অশোকমোহন চক্রবর্তী। কিন্তু এদিন অশোকবাবু বলেছেন, 'কেন্দ্র রাজ্যের মতামত চায়নি। কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতামত জানতে চেয়েছে।' একই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শিবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিখিলরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, 'কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার রূপায়ণ সম্ভব হলে এই প্রতিষ্ঠানের মানের বিরাট উন্নতি হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন বোর্ড এবং অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল আগেই তাদের মতামত কেন্দ্রকে জানিয়ে দিয়েছে। বিষয়টি এখন রাজ্যের হাতে। পরবর্তী পরিচালন সম্পর্কে রাজ্য ও কেন্দ্র মিলিত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার মেধা তালিকার ভিত্তিতে ছাত্র ভর্তি নেওয়ার প্রস্তাব আমরা রাখছি। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রাজ্যকেই নিতে হবে। এই সম্পর্কে রাজ্যকে আমরা একটি নোট পাঠাব। এম আনন্দকৃষ্ণন কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে এ মাসের মাঝামাঝি কেন্দ্রকে জমা দেব 'রিভাইজড ডি পি আর'।